খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 61 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 10 October, 2025 ● ২৩ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

জনজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণ

শিক্ষার প্রসারে অন্যতম ভূমিকা নেবে ইএমআরএস: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আরও ৬টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের (ইএমআরএস) নির্মাণ কাজ শেষ করবে রাজ্য সরকার এবং এই স্কুলগুলির মাধ্যমে আমরা জনজাতির সংস্কৃতি এবং ভাষা সংরক্ষণ করতে পারবো। আজ জম্পুইজলার প্রভাপুরে ৪৮০ আসনের একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ইএমআরএস (একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল) একটা ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম। জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক থেকে এটা শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পরে আমরা ইএমআরএস কী সেটা প্রত্যক্ষ করেছি।দেশের গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান এবং সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে এই স্কুলগুলিকে সরাসরি ও ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ত্রিপুরার জন্য ২১টি ইএমআরএস অনুমোদিত হয়েছিল এবং আজকেরটা নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ১২টি ইএমআরএস চালু হলো। আমি এখানে এসে দুটি ক্লাশ পরিদর্শন করেছি। ৬০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। মোট ৪৮০ জন ছাত্রছাত্রী এই স্কুলে ভর্তি হবে। খুব সহসাই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত জনজাতি ছেলেমেয়েদের গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় বলছেন আমাদের অবশ্যই সমাজের অন্তিম স্তর পর্যন্ত যথাযথ শিক্ষা এবং সমস্ত সুবিধা প্রদান করতে হবে। ডাঃ সাহা আরও জানিয়েছেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এখনও এমন কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের কাজ শুরু করা হয় নি, যেখানে ত্রিপুরা এই স্কুল ২১টি পেয়েছে। নীতি আয়োগ থেকে ত্রিপুরা ফ্রন্ট রানার রাজ্যের মর্য্যাদা পেয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্য দেশের মধ্যে তৃতীয় পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আমরা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কাজ করছি এবং সমস্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে আমাদের রাজ্যকে একটি পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইউনেস্কোর গাইডলাইন অনুসারে যদি জনসংখ্যার ৯৫ শিক্ষিত হয়, তবে একে ১০০ হিসেবে ধরে নিতে হবে। এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষ পড়াশোনার জন্য এখানে আসত। এখন এটা আবার শুরু হয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করছি। এই স্কুলগুলির মাধ্যমে আমরা সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবো। যারা আগামীদিনে ইএমআরএস থেকে পাশ আউট হবেন, তারা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ড্রপআউটের সংখ্যা হ্রাস করতে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারবেন। বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, সরকারের বিশ্বাস আছে যে এই স্কুলগুলি গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করবে এবং আগামী দিনে ত্রিপুরার জন্য উপকারী হবে। শুধু শিক্ষা নয়, খেলাধুলা এবং দক্ষতা বিকাশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই স্কুলগুলি সিবিএসই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করছে এবং জওহর নবোদয় বিদ্যালয় মডেলকে সামনে রেখে এই ইএমআরএসগুলি শুরু হয়েছে। বিশেষ কোচিং ক্লাসের পাশাপাশি বিনামূল্যে থাকা, পোশাক, বই এবং সমস্ত কিছু নিখরচায় সরবরাহ করা হয়। এই একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলগুলিতে মোট ২,৪৭৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে, যার মধ্যে ১,১৮৯ জন ছাত্র এবং ১,২৮৬ জন ছাত্রী। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আরও ৬টি ইএমআরএস অম্পি, হেজামারা, অমরপুর, ছামনু, মান্দাই এবং মনুতে নির্মিত হবে। আর আমরা এই ২১টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে পারলে একসঙ্গে ১০,০০০ এরও অধিক ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করতে সমর্থ হবো। আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপের পরিমাণও বৃদ্ধি করেছি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিধায়ক মানব দেববর্মা, জম্পুই জলা আরডি ব্লকের চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব কে শশী কুমার, সিপাহীজলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক সহ অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

মাতাবাড়ি গামী মারুতি ভ্যান আঁটকে দিবালোকে দুষ্কৃতী দের অতর্কিত হামলা

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। প্রকাশ্য দিবালোকে গুণ্ডারাজ কায়েম হয়েছে এ রাজ্যে ! আর তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে পুলিশ। আইনের শাসন যে ত্রিপুরা রাজ্যে একেবারেই নিশ্চেস হয়ে গেছে তার আরও এক জলজ্যান্ত প্রমাণ দিলো বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। দিনের আলোয় এক যাত্রীবাহী মারুতি গাড়ি কে আঁটকে মাঝ পথে গাড়ি চালক সহ যাত্রী সাধারণ কে বেধড়ক মারধোর করে পালালো এক দল উশৃঙ্খল যুবক। পুলিশের সামনেই ঘটলো ঘটনা। কিন্তু এখনো গ্রেফতার হল না দোষীরা। উল্টে আক্রান্ত দের থানায় নিয়ে গিয়ে আঁটকে রাখলো পুলিশ। এজন্যেই বলে, সুশাসনের ত্রিপুরায় আইন একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বুধবার মাতাবাড়ি যাবার পথে বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় একটি বাইক এর সাথে একটি মারুতি গাড়ির অল্পেতে সংঘর্ষ ঘটে নি। কিন্তু তার পরেও ঐ বাইক আরোহীরা গাড়ি টিকে পেছন থেকে ধাওয়া করে এক সময় বিশ্রামগঞ্জের দেওয়ানবাজার এলাকায় আঁটকে দেয়। এর পর গাড়ির ভেতরে ঢুকে যাত্রী সহ গাড়ি চালক কে বেধড়ক মারধোর করে। গাড়িতে পুরুষ তো ছিলেনই , সঙ্গে তাদের পরিবার এর মহিলা সদস্যা সহ ছিলেন ছোট ছোট শিশু। সেই মহিলা , শিশু সহ সকলেই আক্রান্ত হন এই ঘটনায়। গাড়ি চালক কে রীতিমতো টেনে হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধোর করা হয়। পুলিশ বাবুরা কিছুই করতে পারেনি। দিবালোকে জনসাধারন এর উপর এহেন হামলা হুজ্জুতি ! কতটা নিরাপদে আছে জনসাধারন ? ত্রিপুরার খাকী ওয়ারদি ধারী বাবুরা আদতে কতদূর পালন করছেন তাদের দায়িত্ব ? প্রশ্ন থাকছেই। অন্যদিকে ঘটনার সাথে জড়িত প্রকৃত দোষীরা পুলিশের সামনে থেকেই পালিয়ে গেলেও পুলিশ তাদের কে আটক না করে আক্রান্ত দের কে তুলে থানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে। এ কেমন আইন ? এ কেমন বিচার ? মায়ের মন্দির গামী পরিবার টির গন্তব্য যে আজকের দিনে গিয়ে হবে সেই থানা , সেটা তারা স্বপ্নেও ভাবেন নি। ওদিকে অপরাধী দের পালাতে দিয়ে পুলিশ কি মহানুভবের কাজ করেছে সেটা ভেবেই কুল পাচ্ছেন না দর্শকেরা। ২৪ ঘন্টার ও বেশি সময় পেড়িয়ে গেলেও দোষীরা এখনো অধরা।

ত্রিপুরায় তৃনমূল এর পার্টি অফিসে হামলা অভিযুক্তদের নাম ধাম দিয়ে মামলা

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। পশ্চিমবঙ্গের সাথে ত্রিপুরার একটাই বিশাল তফাৎ। ওখানে বিজেপির কোনো নেতা গেলে সে অবাধে যে কোনো জায়গায় ঘুরতে পারে। কিন্তু সেই তৃনমূল এর কোনো কেউ ত্রিপুরায় আসলে তাকে আঁটকে দেওয়া, হুমকি দেওয়া , মারধোর করা কিংবা আক্রমণ করার মতো ঘটনা ঘটায় বিজেপি। বুধবার ত্রিপুরায় আগত তৃনমূল কংগ্রেস এর প্রতিনিধি দল কে বিমানবন্দরে আঁটকে দেবার পরিপ্রেক্ষিতে এমনটাই বক্তব্য রাখলেন তৃনমূল নেতৃত্ব কুনাল ঘোষ। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে ত্রান বিতরণ করতে গিয়ে আক্রান্ত দুই বিজেপি নেতার ঘটনার জেরে মঙ্গলবার আগরতলা স্থিত তৃনমূল এর পার্টি অফিসে হামলা চালায় বিজেপি যুব কর্মীরা। নেতৃত্বে ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব , অসীম ভট্টাচার্য সহ ভিকি প্রসাদের মতো লোকেরা। সেই চিত্র ও হয়েছে ক্যামেরা বন্দী। এই ঘটনার পর পরই আজ আগরতলায় উড়ে আসেন ৬ জনের এক প্রতিনিধি দল। ছিলেন কুনাল ঘোষ, সায়নী ঘোষ , সুস্মিতা দেব সহ অন্যান্যরা। তাদের কে রিসিভ করতে বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রদেশ যুব তৃনমূল কংগ্রেস নেতা শান্তনু সাহা। বিমানবন্দরে আসা মাত্রই তাদের কে আঁটকে দেওয়া হয়। মূলত তাদের জন্যে বরাদ্দ ৪ টি গাড়ি কে ফোন যোগে বিমানবন্দর থেকেই ঘুরে যেতে নির্দেশ দেয় কে বা কাহারা। পুলিশ ও সেই জায়গায় সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ উঠে। এই নিয়ে রীতিমতো ধর্নায় বসে পড়তে বাধ্য হন নেতৃত্ব রা। এই অবস্থা চলে টানা প্রায় ৪ ঘন্টা। এর পর আড়াই টা নাগাদ তাদের কে গাড়ি দিয়ে শহরে আসার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে প্রদেশ কার্যালয়ে গিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন নেতৃত্বরা। গতকাল এর আক্রমণ এর ঘটনা নিয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিজেপি কে এক হাত নেন কুনাল ঘোষ। সায়নী ঘোষ ও তীব্র ভাষায় ত্রিপুরা বিজেপি সরকার কে একেবারে ধুইয়ে দেন। এর পরেই তারা চলে যান পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। সেখানে গিয়ে ডিজি সাহেবের সাথে কথা বলে দোষী দের দ্রুত আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান তারা। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালে ও তৃনমূল নেতৃত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর কনভয় ভাংচুর সহ আক্রমণ এর ঘটনা নিয়েও তদন্তের আহ্বান জানানো হয়। সার্বিক ভাবে প্রশাসন সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যথা আগামী দিনে অভিযুক্ত দের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন কুনাল ঘোষ। তার ঠিক ২৪ ঘন্টা না পেরুতেই বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন নেতৃত্বরা। ততসঙ্গে আবারো দ্রুততার সাথে অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবী জানানো হয়েছে।

দাবী আদায়ে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশান হাতে সম্মিলিত আশা কর্মীরা

খবরেপ্রতিবাদ,৯অক্টোবর।। যে সরকার দাবী করে যে তাদের গুড গভারনেন্স চলাকালীন এ রাজ্যে কাউকে বিক্ষোভ করতে হয়না, আন্দোলন করতে হয়না, ডেপুটেশান দিতে হয় না — সেই তাদের কথায় ঝামা ঘসে দিয়ে দিকে দিকে আন্দোলন রত বেকার যুবক যুবতী থেকে শুরু করে অনিয়মিত কর্মচারী এমনকি আশা কর্মীরা ও। এবার খোয়াই জেলার আশা কর্মীদের পক্ষ থেকে ১২ দফা দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় সহকারী জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হল। এই ডেপুটেশানে উল্লিখিত দাবী গুলোর মধ্যে আশা কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইপিএফ এবং ইএসআইএর আওতায় আনা, পেনশন আওতায় আনার দাবী জানানো হয়েছে। আশা কর্মীদের কেউ দুর্ঘটনা গ্রস্থ হয়ে মৃত্যু হলে ৫ লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান এবং অবসরপ্রাপ্ত ভাতা হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা প্রদানের দাবী জানানো হয়েছে। অবসর এর বয়স সীমা বাতিল করে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ প্রদানের ও দাবী রাখা হয়েছে। গোটা দেশ ব্যাপি এই দাবী দাওয়া নিয়ে ধর্না ও আন্দোলন চলছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এই ডেপুটেশান বলে জানিয়েছেন আশা কর্মীরা। এদিন এই ডেপুটেশান জমা পড়েছে রাজ্যের গোমতী জেলা তেও। গোমতী জেলায় ১২ দফা দাবির সমর্থনে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে জেলাশাসকের মাধ্যমে এক ডেপুটেশান দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার আশা কর্মী সংঘের মহিলা কর্মীরা গোমতী জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশান দেওয়ার জন্য যখন জেলাশাসকের অফিসে যায় তখন জেলাশাসক না থাকার কারণে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশান দিতে বাধ্য হয়। ডেপুটেশান শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আশা কর্মীরা জানান , আশা কর্মীদের বছরে দুবার ইউনিফর্ম সরবরাহ করতে হবে অথবা ড্রেসকোডের জন্য অর্থ প্রদান নিশ্চিত করা, ৫জি মোবাইল ফোন বা ট্যাবলেটের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ও মাতৃকালীন ছুটি প্রদান করা ইত্যাদি সহ আরো নানা দাবীতে ডেপুটেশান দেয়া হয়। এই দিন ডেপুটেশানে ছয়জনের একটি প্রতিনিধি দল দেখা করেন অতিরিক্ত জেলা শাসকের সাথে।

বিশালগড় দুর্ঘটনা গ্রস্থ কে উদ্ধার করতে গিয়ে জনরোষের শিকার দমকল কর্মী

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর সামনে TR০৩K৫৩১৪ নাম্বারের স্কুটির ধাক্কায় আহত হয় পথচারী সন্দীপ আচার্জী সহ স্কুটি চালক সৌরভ সরকার। দীর্ঘক্ষণ সে রাস্তায় পরে কাতরাতে থাকে। কিন্তু অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি আসতে দেরি হয়। পরবর্তী সময়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে আহত পথচারীকে উদ্ধার করতে গিয়ে জনতার ক্ষোভের মুখে পড়ে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের আনা গাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে বলে হুমকি দেন স্থানীয়রা। আর এই ঘটনাকে ঘিরে আবারো নিন্দার ঝড় উঠেছে। জরুরী পরিষেবা প্রদান কারী গাড়িতেও হামলা করতে ভয় পায়না এখন বিশালগড় এর কতিপয় সমাজ দ্রোহী উচ্ছন্নে যাওয়া যুব সমাজ। পরবর্তী সময়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহত পথচারীকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আহত পথচারী সন্দীপ আচার্জী অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনা খবর পেয়ে মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসেন বিশালগড় থানার পুলিশ। যদিও দুর্ঘটনা স্থানে দেখা যায়নি প্রশাসনের আধিকারিকদের। এক প্রকার প্রশাসনের দুর্বলতার ফলে বিশালগড়ে ঘটছে যান দুর্ঘটনা এমনটাই অভিযোগ। অন্যদিকে বিশালগড়ে মাথা চারা দিয়ে উঠেছে একাংশ মাতব্বর সেটা অন্য বিষয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে বাড়ানো হল ত্রিপুরা বোর্ড পরীক্ষার ফি

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে এবার শিক্ষা ক্ষেত্রে। জনজীবনের এই সমস্যা গুলো যেখানে এড়িয়ে যেতে চাইছে বর্তমান সরকার , সমস্যা গুলো যেন আরও দ্বিগুণ গিয়ে ডঃ ধনঞ্জয় গন চৌধুরী জানান , অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে এই ফি বাড়াতে হয়েছে। দেশ ব্যাপি যে হারে দ্রব্য মূল্য বাড়ছে তাতে করে সব কিছুরই দাম বাড়ছে। এছাড়া প্রতি বছর যে সমস্ত শিক্ষকেরা বলেই জানান তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই দেশে চলমান জনজীবনের সমস্যাদি শিক্ষা ক্ষেত্রে ও প্রভাব বিস্তার করছে। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে যখন স্বাভাবিক জীবন যাপনেই নাভিশ্বাস উঠছে তখন এই বাড়তি

ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান এর সভাপতি ডঃ ধনঞ্জয় গন চৌধুরী এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বাড়ানোর বিষয়ে নয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষার্থীদের কে এবার থেকে দিতে হবে একটু বাড়তি ফি। উল্লেখ্য, পূর্বে মাধ্যমিকের পরীক্ষা ফি যেখানে ছিল ১৩০ টাকা এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩০০ টাকা যা ডবল এর থেকেই ৪০ টাকা বেশি। এছাড়া থাকছে ৭৫ টাকা করে প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষার ফি। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফি থাকছে ৪০০ টাকা করে। তার সাথে সাবজেক্ট প্রতি ৭৫ টাকা করে প্র্যাক্টিকাল এর ফি। সব মিলিয়ে সর্বাধিক ৭০০ টাকা থাকবে ফি। এদিন এই ফি স্ট্রাকচার পরিবর্তন নিয়ে বলতে পরীক্ষার খাতা দেখেন তাদের কে প্রতি খাতা বাবদ ১২ থেকে ১৩ টাকা প্রদান করা হতো। তারা লিখিত ভাবে জানিয়েছেন এই মুল্যে তাদের কোনোভাবেই পুষছে না। তাদের কে যেন এই মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হয় নতুবা আগামী দিনে খাতা দেখা তাদের পক্ষে কষ্টকর হবে। এই সমস্ত দিক চিন্তা করেই বোর্ড অবশেষে এই ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সমস্যা হবে কি ? সাংবাদিক এর এই প্রশ্ন উনি বলেন, যারা আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল তাদের পক্ষে অবশ্যই এই ফি দেওয়া কষ্টকর বিষয় হবে না। কিন্তু আর্থিক ভাবে দুর্বল অংশের মানুষ জন অবশ্যই সমস্যায় পরবেন। কিন্তু যারা আর্থিক ভাবে অতটা স্বচ্ছল নন তাদের জন্যে অবশ্যই সমস্যা হতে পারে। এটা জেনেও বোর্ড নিরুপায়। তাদের পক্ষে এর বাইরে কোনো বিকল্প পথ নেই ফি প্রদান দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্যে দুর্বিষহ বিষয়। ২০১৩ সালের একটি তথ্য অনুযায়ী তৎকালে এই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আবেদন ফি ছিল ৫ টাকা মাত্র। রেজিস্ট্রেশান ফি ছিল ১০০ টাকা। এক্সটারনাল পরীক্ষার জন্যে দিতে হতো ১০০ টাকা। মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট বাবদ ১২০ টাকা ও পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন বাবদ ১৫০ টাকা। বর্তমানে সেই ফি এর পরিমাণ ৩ থেকে ৪ গুন হারে বেড়েছে। যা পরোক্ষভাবে প্রমাণ দিচ্ছে যে ২০১৩ এর পর থেকে দেশে প্রতিটি জিনিস এর মূল্য ৩ থেকে ৪ গুন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রব্য মূল্য ও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। ২০১৪ থেকে বর্তমানে ২০২৫ চলমান। এই ১১ বছরে দেশে রোজগার এর মান উন্নয়ন না হলেও মুল্য স্ফীতির উন্নয়নে খামতি রাখেনি নয়া সরকার। এটাই তার প্রমাণ

অরাজকতার জামানায় ৫ টি বিদ্যালয়ে পরপর চুরির ঘটনা কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। রাজ্যে এক অরাজকতা চলছে। আইনের শাসন নেই। অপরাধীরা নির্দধিয় চালিয়ে যাচ্ছে অপরাধ বানিজ্য। কারণ তাদের মাথার উপর আছে প্রভাবশালী দের হাত। তাই এখন দিনে দুপুরে রাতের আঁধারে যে কোনো সময় এরা অপরাধ কাণ্ড চলাইয়ে যাচ্ছে। আর তাদের এই কু নজর থেকে বাদ পড়ছে না শিক্ষাঙ্গন গুলিও। এবার বরজালা স্কুলে ভয়ানক চুরি করে পালালো চোর। চুরের দল নিয়ে যায় কম্পিউটারের সিপিইউ , পাখা এবং ইলেকট্রিক তার সহ সাইন্স ল্যাব এর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। দুর্গাপূজার ছুটি কাটিয়ে স্কুলে প্রবেশ করতেই স্কুলের লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে মাথায় হাত বিদ্যালয় এর শিক্ষক শিক্ষিকাদের। স্কুলের শিক্ষকরা খবর দেন থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রামনগর আউটপোস্ট এর পুলিশ।প্রায় আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকার জিনিস চুরি হয়েছে বলে জানালেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে এই চুরি কাণ্ডের সাথে জড়িত চোর চক্র আদৌ ধরা পরবে কিনা সেই নিয়েই সংশয় বাড়ছে।বরজলার পাশপাশি আরও এক বিদ্যালয়ে চোরের হানাদারির খবর। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পূজার বন্ধ খোলার পর বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকরা স্কুলে গিয়ে দেখতে পান বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের রুম সহ মোট তিনটা রোমের দরজা খোলা অবস্থায় রয়েছে। তারপর দেখা যায় মোট দশটা আলমিরা খোলা অবস্থায় রয়েছে এবং ভেতরে থাকা বিভিন্ন ফাইল এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের যে সিসিটিভি রয়েছে সেই সিসিটিভির মূল হার্ডডিস্ক নিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা চাঞ্চল্য করে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে বিদ্যালয় উন্নয়ন কমিটির সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে জানানো হয় এবং তেলিয়ামুড়া থানায় জানানো হয়। তেলিয়ামুড়া থানা থেকে এ.এস.আই নেপাল মুন্ডার নেতৃত্বে পুলিশ বিদ্যালয়ে ছুটে যায়। এবং প্রতিনিধি দলের সাথে কথা বলার সময় পুলিশের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে, ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এদিকে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে, এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে না কি কি চুরি হয়েছে। তবে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে না, মাইঙ্গা এলাকাতে পর্যন্ত এই চুরির ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।তৃতীয়ত, আরও এক জায়গা থেকে উঠে এসেছে তিন তিনটি চুরির খবর। দুর্গাপূজার ছুটি শেষে বিদ্যালয় খুলতেই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এল কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত এলাকায়। এক রাতের মধ্যেই তিনটি বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে শিক্ষামহলে। চুরির কবলে পড়েছে কল্যাণপুর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং বলরাম কোবরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, স্কুলে প্রবেশ করে দুষ্কৃতীরা একাধিক কক্ষের দরজা ভেঙে আলমারি তছনছ করে ফেলে, গুরুত্বপূর্ণ নথি ও নথিপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয় এবং কিছু মূল্যবান সামগ্রী উধাও হয়ে যায়। একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় স্থানীয়দের ধারণা, এটি কোনো সংঘবদ্ধ চোরচক্রের কাজ। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় পরপর এতগুলি বিদ্যালয়ে চুরির পরও কল্যাণপুর থানার তরফে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। "তদন্ত চলছে" বলে দায় সেরে নিচ্ছে পুলিশ, এমন অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলেছেন, রাতের টহলদারি ব্যবস্থা কি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে? বিদ্যালয়গুলিতে যদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না যায়, তবে সাধারণ মানুষের ঘুম কতটা নিশ্চিন্ত তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন অনেকেই। সচেতন মহলের দাবি, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার ফলে অপরাধীরা আরও সাহসী হয়ে উঠছে। এখন নজর সবাই কল্যাণপুর থানার দিকে তারা কত দ্রুত এই চুরি-কাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করতে পারে, সেটাই দেখার বিষয়।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ২৩ আশ্বিন, ১৪৩২ বাংলা

জলই জীবন আবার জলেই মরণ

জলের অপর নাম জীবন - একথা সেই ছোট্ট বেলা থেকে আমরা প্রত্যেকেই জেনেছি। এক বিন্দু জলের মূল্য কত , তা কেবল তেষ্টাই বোঝাতে পারে। হাড় ভাঙা খাটুনির পর যখন এক ফোঁটা জলের জন্যে গলা শুকিয়ে আসে সেই মুহুর্তটা জানে জলের আসল মূল্য। সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কেউ ভাবতেও পারেনা যে এই জল বিপদের কারণ ও হয়ে দাঁড়াতে পারে সময়ে। প্রয়োজনে যে এক ফোঁটা জল খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে উঠে এক তৃষ্ণার্ত , প্রবল বন্যার কবলে পড়লে সেই তার কাছেই সবচাইতে বড়ো আতঙ্কের নাম হয়ে উঠে " জল " ! আর এই আতঙ্কের সম্মুখীন ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় প্রতি বছরই হয়ে থাকে। তার মধ্যে ২০২৪ একটা উল্লেখযোগ্য বছর। যার শেষের দিকটা এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সামনে ফেলেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ কে। সে সময় এর ভয়াবহতা মনে পড়লে এখনো গা শিউরে উঠে। দম বন্ধ হয়ে আসে। এ যেন করোনার লক ডাউন এর চাইতে ও বেশি ভয়ানক পরিস্থিতি ছিল। সে বছরের বন্যার প্রাদুর্ভাব দেখার পর রাজ্য সরকার ইতিবাচক কোনো ভূমিকা নিয়েছে বলে আমার মনে হয়না। জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ও তেমন কোনো উন্নতি সাধন হয়নি। কাগজে কলমে নয়, বাস্তবতার নিরিখে এই কথাগুলো লেখা। সম্প্রতি আগরতলা শহরে আধ ঘন্টার বৃষ্টির ফলে জলের তলায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে শহর। বিস্তির্ণ অঞ্চল জুড়ে ঘরের ভেতরে জল ঢুকে কোমর সমান জল জমে যায়। জলমগ্ন ঘরে ছোট্ট শিশুর কান্না শোনা যায়। বৃদ্ধা মহিলা পরনের সুতির শাড়ি দুহাতে টেনে কোমর অব্দি তুলেও জলের ছোঁয়া থেকে বাঁচাতে পারছেন না। তখন আর লজ্জা নিবারণের চিন্তা নয়, জল থেকে বাঁচার চাহিদা বেশি। এই ভয়াবহতা, এই আতঙ্ক আদৌ কি বুঝবেন আমলারা ? তারা যখন ব্র্যান্ডেড শু পড়ে, দামি গাড়ি চড়ে হোস্টেল থেকে মহাকরণ আর মহাকরণ থেকে কোয়ার্টারে ছুটতে ব্যস্ত তখন জলমগ্ন আগরতলা শহরে ছোট শিশু কে কোলে নিয়ে জলে দাঁড়িয়ে এক মা , বিস্মিত, হতভম্ব। এই ছবি গুলো কি ক্যামেরা বন্দী করে না দেখালে বুঝবেন তারা ? কতটা কষ্ট দেয় জমে যাওয়া সেই জল ? উপরন্তু ড্রেন সংস্কারের নামে রাস্তা থেকে এক হাত উঁচুতে কভার দিয়ে জল জমাট বাঁধার ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে উপায় করে দিয়েছে পুরো নিগম। সেইটা বোঝায় কে ? তাই এই জল যন্ত্রনা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এ শুরু মাত্র! জলের আতঙ্কে আগরতলা বাসীর আগামী দিনগুলো কি ভয়াবহ রূপ নেবে তা ভাবলেও ভয় হয়।

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমূহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

গ্রিন টি, না লাল চা?

শীতের আমেজ কেটে গিয়েছে অনেকটা। চারপাশে গরমের ভাব। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে অল্পবিস্তর ফ্যান না চালালে চলছে না। গরম পোশাকও বেশি ক্ষণ গায়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তবে শীত কিংবা গরম, সারা দিনে এক বার চায়ের কাপে চুমুক না দিলে চলে না। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইদানীং অনেকেই গ্রিন টি-র কাপে চুমুক দেন। কেউ আবার লিকার চা ছাড়া খান না। এ বার প্রশ্ন উঠছে, গরমকালে কোন ধরনের চা বেশি উপকারী?

গ্রিন টি

লাল চায়ের তুলনায় গ্রিন টি কম জারিত হয়। এই চা ক্যাটেকিন নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ। এই উপাদানটি হৃদ্রোগ ও ক্যানসারের মতো বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। পাশাপাশি, এই চায়ে ক্যাফিনের পরিমাণ বেশ কম। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী। দেহে অম্লত্বের পরিমাণ কমাতে, বিপাক হার বাড়াতে ও দেহ পরিশুদ্ধ করতে গ্রিন টি বেশ কার্যকর বলেই মত পুষ্টিবিদদের।

লিকার চা

গ্রিন টি-র তুলনায় লাল চায়ে ক্যাটেকিন নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কিন্তু অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এতে বেশ ভাল পরিমাণে থাকে। পাশাপাশি, দেহে জলের ঘাটতি পূরণ করতেও বেশ উপযোগী লাল চা।

সব মিলিয়ে দু'ধরনের চায়ের মধ্যেই রয়েছে হরেক রকম গুণ। পরিমিত পরিমাণে পান করলে দু'ধরনের চায়েই মিলতে পারে উপকার।

দুটো প্রশ্নই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দেশের মানসিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে, এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্তদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। প্রেস বিবৃতিটিতে বলা হয়েছে, মানসিক হাসপাতালে সুস্থ হয়ে-ওঠা মনোরোগীদের বেআইনি ভাবে হাসপাতালে আটকে রেখে তাঁদের স্বাধীনতার অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে।

বিষয়টি আলোচনা দাবি করে। সুস্থ মনোরোগীদের জন্য একটি আবাসন তৈরি হয়েছে এই রাজ্যে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই জীবন সহায়তা প্রকল্প পরিচালনা করছে, এবং আবাসিকদের সামাজিক পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করছে। এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে সুস্থ মনোরোগীদের সামাজিক পুনর্বাসন বিষয়ে কয়েকটি কথা মনে হয়েছে। আমরা যাকে বলি 'সুস্থ', চিকিৎসার পরিভাষায় তা হল 'ফিট ফর ডিসচার্জ'। তার মানে, যাঁর আর হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করানোর প্রয়োজন নেই। তা বলে এঁরা সকলেই কর্মক্ষম, সম্পূর্ণ স্বনির্ভর, এমন নয়। কেউ কাজে যোগ দিতে পারেন, আবার অনেকের হয়তো বাড়িতে সর্বক্ষণের সহায়তা লাগবে। এই সাহায্যকারী কাঠামোটা পরিবার হতে পারে, না-ও পারে। বাড়িতে শুধুই বৃদ্ধ, অসুস্থ, অশক্ত বাবা/মা থাকতে পারেন। এক ব্যক্তির মানসিক রোগের চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর স্বামী বা স্ত্রী সন্তান-সহ নতুন করে সংসার করছেন, এমনটাও সম্ভব। অনেক সময়ে প্রতিবেশীরাই সেই ব্যক্তিকে না ফেরানোর জন্য পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। অনেক ক্ষেত্রে সম্পত্তির লোভে ঘনিষ্ঠরাই মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছেন। আবার কারও হয়তো পরিবার নেই, কেবল ফিরে যাওয়ার একটা ঠিকানা আছে, যা আত্মীয় - প্রতিবেশীদের হেফাজতে ছিল। সে ক্ষেত্রে 'ফিট ফর ডিসচার্জ' মানুষটির সুস্থতার প্রমাণ চাইতে পারেন এই আত্মীয় - প্রতিবেশীরা। হাসপাতাল - ফেরত সহায়-সম্বলহীন মানুষটিকে হয়তো তৈরি হতে হবে নিজের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার জন্য।

'ফিট ফর ডিসচার্জ' ব্যক্তি যখন কর্মক্ষম, নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দায়িত্ব নিজে নিতে পারেন, কিন্তু পরিবার অনুকূল নয়, তখন তাঁর দু'ভাবে সহায়তা করা যায়। পরিবার, প্রতিবেশীকে বুঝিয়ে, পরামর্শ ও আশ্বাস দিয়ে পরিবারের সদস্যকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। যখন তা সম্ভব নয়, তখন তাঁদের জন্য তৈরি করা যায় আবাসিক কেন্দ্র। এ রাজ্যে নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর এই হোমের দায়িত্ব নিয়েছে। এখানে পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিরা একটি অনুকূল, আনন্দময় পরিবেশ পান। কিন্তু 'ফিট ফর ডিসচার্জ' হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারেন না, কর্মক্ষমও নন, এমন মানুষদের কোনও আশ্রয়কেন্দ্র এখনও তৈরি হয়নি। তার জন্য পরিচর্যার পরিকাঠামো দরকার।

যাঁরা কর্মক্ষম কিন্তু পরিবার-বিচ্ছিন্ন, তাঁদের জন্য কাজের জোগাড় করতে গিয়ে সমস্যা হয় এঁদের নাগরিক পরিচিতি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অভাব। এঁদের অধিকাংশের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড নেই, অথবা তা উদ্ধার করা সম্ভব নয়। মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার কর্মীদের অনেকেই সকলের জন্য নাগরিকত্বের দাবিতে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু এই মানুষগুলোর নাগরিক পরিচয়ের দাবি, কখনওই সেই আন্দোলনের মূল দাবি-সনদে জায়গা করে নিতে পারেনি। দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই মানুষগুলোর ভোটাধিকার আদায় করা গিয়েছে। কিন্তু প্রায়োগিক ভাবে সকলের ভোটার কার্ড নেই। এই মানুষগুলোর ভোটের সংখ্যা যে-হেতু বেশি নয়, তাই রাজনৈতিক দল আর অধিকার আন্দোলন, দু'পক্ষই অমনোযোগী থাকতে পেরেছে।আজ যখন 'ফিট ফর ডিসচার্জ' এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য কর্মসংস্থানের চেষ্টার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, তখন কোথাও এই প্রশ্নটা উঠছে না যে, সরকারের আবাস যোজনা, কর্মসংস্থান প্রকল্প বা সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে কেন এঁদের অধিকার থাকবে না?

কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাওয়ার বাধা আসতে পারে ব্যক্তির দিক থেকেও। নিয়ন্ত্রিত, আগলে-রাখার পরিবেশে যিনি দীর্ঘ দিন বাস করেছেন, তিনি কর্মক্ষম হলেও কাজ করার অভ্যাস হারিয়েছেন দীর্ঘ দিন। স্বনির্ভর জীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ফিরলে তবেই কাজ করা জরুরি মনে হবে। স্বনির্ভরতার প্রতি তাঁর মনোভাব কিন্তু 'ফিট ফর ডিসচার্জ'-এর ক্লিনিক্যাল সংজ্ঞার মধ্যে আসে না। আবার স্বনির্ভরতার ইচ্ছা কারও মধ্যে এত তীব্র হতে পারে যে, তিনি নিয়ন্ত্রিত জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে জীবন সহায়তা কেন্দ্র থেকে নিজেই বেরিয়ে যেতে পারেন। কাজ না করা, অথবা কাজ করতে চেয়ে সহায়তা কেন্দ্র প্রত্যাখ্যান করা, এ দুটোই রোগীর অধিকারের মধ্যে পড়ে ।তাই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কেন হল না, এ প্রশ্ন তোলা এক দিকে যেমন জরুরি, অন্য দিকে তেমনই সতর্কও হতে হবে। যে মানুষগুলোর অধিকার রক্ষার জন্য কমিশন আগ্রহী, সেই মানুষগুলোকে থাকবন্দি করে ফেলে তাঁদের অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে না তো? হাসপাতাল-বন্দি মনোরোগীকে সমাজ-সংসারে পুনরায় স্থাপনের যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া, তাতে অনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অন্য দিকে, অধিকার আন্দোলন সংগঠনগুলি কেন এই মানুষদের অধিকার হরণের প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছেন? এই দুটো প্রশ্নই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই খেলার সময় এখন ফুরিয়ে গিয়েছে

পাকিস্তানে দীর্ঘকাল ধরে ঘটে চলা অবক্ষয় কি এই মুহূর্তে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে? আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার

(আইএমএফ) থেকে আগত এবং সে দেশে সফররত এক দলের সঙ্গে ১০ দিন ব্যাপী আলোচনার পরে আলোচকরা এমন সিদ্ধান্তে প্রায় পৌঁছেছেন যে, এই সমস্যাদীর্ণ দেশটির অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে তাঁদের তরফে একটি ঋণ অনুমোদনের প্রয়োজন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে এখনও সিলমোহর পড়েনি এবং এ বিষয়ে পুনরায় পর্যালোচনার অবকাশ রয়ে গিয়েছে। সেই আলোচনা যে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হবে, এমন আভাস আইএমএফ-এর বক্তব্যে মিলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আইএমএফ-এর বোর্ড এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেনি।ঋণ পাওয়া যাক বা না-যাক, পাকিস্তান যে খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঋণগ্রস্ততা এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে যদি কোনও একটিকে শ্রীলঙ্কার কায়দায় বেছে নিতে বলা হয়, তা হলে এমন কিছু রূঢ় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, যাকে পাক প্রধানমন্ত্রী 'চিন্তার অতীত' বলে বর্ণনা করেছেন। জ্বালানির চড়া দাম, বিদ্যুতের চড়া বিল, করের হারে ব্যাপক বৃদ্ধি, ভর্তুকি কমে আসা এবং সর্বোপরি ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি (ইতিমধ্যেই ২৭ শতাংশ) সব কিছু একযোগে সে দেশের জীবনযাত্রার মানের অবনমন ঘটিয়েছে। এই সবের প্রেক্ষিতে দু'টি সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। যার একটি হল মুদ্রাব্যবস্থার অবাধ গতি। যা বস্তুতপক্ষে রাতারাতি ১৫ শতাংশ অবনমনকে সম্ভব করেছে এবং গত বছরের প্রেক্ষিতে দেখলে একত্রে ৩৫ শতাংশ পতন লক্ষ করা যাবে। দ্বিতীয়টি জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি। এখন প্রশ্ন হল, পাকিস্তানের মানুষ কি এই সমস্ত কিছু 'ভাগ্যের খেলা' বলে মেনে নেবেন? তাঁদের এ কথা অবশ্যই জানা উচিত যে, এর পরিবর্ত হিসাবে রয়েছে আন্তর্জাতিক ঋণ এবং তার যাবতীয় অনুষঙ্গ। কোনও কঠোর পদক্ষেপ পাকিস্তানকে অর্থনীতির অন্ধগলিতে ফেলে দেবে। ঋণদাতাদের কাছ থেকে অর্থ টেনে নিয়ে সেই অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকার ভেঙে ফেলায় পাকিস্তানের জুড়ি নেই। কিন্তু চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের মতো কোনও প্রকৃত প্রকল্পের চুক্তি নিয়ে চিনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো তার ধাতে আছে বলে মনে হয় না। এই সব প্রকল্প পাকিস্তানকে শক্তির নিরবচ্ছিন্ন ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে, উন্নততর পরিবহণ ব্যবস্থা এবং বন্দর পরিকাঠামো দিয়ে তার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু যখন আর উপায় রইল না, যখন শিল্প-সরঞ্জাম ও শিল্পোৎপাদন চালু রাখতে কয়লা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হল, তখন ঋণ পাওয়ার শর্তগুলিও মহার্ঘ হয়ে দাঁড়াল। যে সব চিনা সংস্থা এখন পাকিস্তানের শক্তি উৎপাদক কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করে, তারা তাদের প্রাপ্য টাকা না পেয়ে কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এ সবের মধ্যে শক্তিসঙ্কটও অব্যাহত থাকছে। যদি আইএমএফ তার ঋণদানের বিষয়টিতে মুক্তহস্ত হয়, তবে চিন এবং উপসাগরীয় দেশগুলির কেউ কেউ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। এই দেশগুলির প্রত্যেকটিকেই বার বার পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু ইসলামাবাদ প্রতি বারই আরও দাবি নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। গ্রহীতার বিশ্বস্ততার নিরিখে ঋণদাতার নাভিশ্বাস উঠেছে। এমনকি, চিন দেখিয়েছে যে, যখন ঋণগ্রহীতা দেশটি ঋণ নিয়ে পুনর্বিবেচনার আবেদন করে, তখন ঋণদাতা দেশটি স্থবির হয়ে পড়ে। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও এমনই ঘটেছিল। এর পরেও যে প্রশ্নটি থেকে যায় এই সব ঋণ কি দেউলিয়া অবস্থা ঠেকানোর সাময়িক উপায়? এগুলি কি কখনই দীর্ঘমেয়াদি কোনও সমাধানসূত্র নয়? আইএমএফ তার ঋণ প্রদানের শর্ত হিসাবে এই দু'টি প্রশ্নের সমাধান করবে বলে আশা রাখছে।সমস্ত সমস্যার মূলে যে বিষয়টি কাজ করছে, সেটি এই যে, পাকিস্তানের কোনও পাকাপোক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই। আমদানি বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ জারি হওয়ার আগে পাকিস্তানের আমদানির পরিমাণ ছিল তার রফতানির দ্বিগুণেরও বেশি। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ঘাটতি অংশত ঋণ নিয়ে এবং বাকিটা আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে পূরণ করা হত। এই ঘাটতি পূরণে সোভিয়েত-অধিকৃত আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমেরিকাকে সেনাসাহায্য দিতে হত অথবা আমেরিকার তালিবান-বিরোধী অভিযানে সামরিক সাহায্য করতে হত।ইসলামাবাদের 'দ্বিচারিতা' নিয়ে আমেরিকা যখন হতাশ, তখন পাকিস্তান বেজিংয়ের প্রতি 'যে কোনও পরিস্থিতি'তেই বন্ধু হিসাবে অনেকটা নির্ভর করতে শুরু করেছে। কোনও না কোনও ভাবে পাকিস্তান 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র'-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় থাকা দেশ হয়ে থাকার মধ্যে যেন মোক্ষের দিশা দেখতে পেয়েছিল। এই খেলার সময় এখন ফুরিয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানকে নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলে তাকে এক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। তার আর্থ-সামাজিক সূচকগুলি থেকে তাকে 'নিম্ন স্তরের' মানবোন্নয়ন সূচিতে ফেলা হয় (যেখানে ভারত ও বাংলাদেশ 'মাঝারি' স্তরে রয়েছে), পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং রাজস্ব ও মোট জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত ভারতের চাইতে ৭০ শতাংশ কম বলেই দেখা যাচ্ছে। এর ফলে সে দেশের সরকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজগুলি করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। এর আরেকটি কারণ, জনগণের কাছ থেকে আদায় করা করের সিংহভাগই চলে যাচ্ছে সামরিক খাতে। সংকীর্ণ শিল্পোৎপাদন এবং অকার্যকর রাজনীতি এবং তার বিপরীতমুখী জাতীয় নিরাপত্তা নীতি নিয়ে পাকিস্তান 'আন্তর্জাতিক স্তরে মাথাব্যথা' হয়ে টিকে আছে বলেই বলা হয়। তা সত্ত্বেও যখন ভারত পশ্চিম দিকে নজর ফেরায়, তখন অভ্যন্তরীণ সমস্যায় দীর্ণ এক পাকিস্তানকেই সে দেখতে পায়। সে কারণেই তাকে তেমন 'ক্ষতিকর' বলে মনে করে না।

এ বিষয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে

গত সপ্তাহে তুরস্ক এবং সিরিয়ায় ভূমিকম্পে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের নিমিষেই মৃত্যু পুরো পৃথিবীর মানুষকে শোকাহত এবং হতবাক করেছে। ভূমিকম্পে বিধবংস্ত এলাকাগুলো থেকে এখনো লাশের সন্ধান মিলছে তার সঙ্গে সঙ্গে স্বজন হারানোর কান্নায় ভারি হয়ে উঠছে তুরস্ক-সিরিয়ার আকাশ বাতাস। এখনো তুরস্কের ভেঙে পড়া দালানগুলোর নিচ থেকে মৃত মানুষদের উদ্ধার করা হচ্ছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি তুরস্কের স্থানীয় সময় ভোর ৫টার দিকে তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সিরিয়া সীমান্তের কাছে রিখটার স্কেলে ৭.৫ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। সে সময় উক্ত অঞ্চলের অনেক মানুষই ঘুমিয়েছিল যার কারণে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারেনি, ফলে তাদের বেশির ভাগই দালান চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা এতবেলা মারাত্মক ছিল যে, হাজার হাজার পাকা দালান নিমিষেই ভেঙে পড়েছিল। তুরস্কের দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমিকম্পের এতবেশি ধ্বংসযজ্ঞের প্রধান কারণ হচ্ছে এই ভূমিকম্পটি পুনঃপুন হচ্ছিল আর প্রভাবে ওই এলাকার প্রায় সব দালানই ভেঙে পড়েছিল। আর সেই ভেঙে পড়া দালানের নিচেই চাপা পড়ে প্রাণ দিয়েছিল ব্যাপক সংখ্যক মানুষ।

তুর্কি সংবাদ মাধ্যম কিছু ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে তাতে বেশ বড় বড় পাকা দালান খুব সহজেই ভেঙে পড়তে দেখেছি আমরা। ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপ থেকে বেশকিছু ছোট শিশুদের বের করা হয় যাদের মধ্যে বেশকিছু শিশু জীবিত ছিল। ভূমিকম্প পুরোপুরি থেমে যাওয়ার পর তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে স্বজনদের সন্ধান করতে দেখা গেছে আবার কেউ কেউ স্বজনের লাশ আঁকড়ে ধরে কাঁদতে দেখা গেছে। তুরস্কের কিছু কিছু জায়গায় এমন দেখা গেছে সেখানে শুধুই লাশের সারি আর স্বজনদের আহাজারি। তুর্কি হিসাব মতে ২৬৩ জন শিশুকে ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে যাদের মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই। বর্তমানে তুরস্কে প্রায় ৫৮টি দেশ উদ্ধার কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এসব ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে বেড়াচ্ছে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে। অন্যদিকে সিরিয়া অঞ্চলে প্রথমদিকে উন্নত দেশগুলের অবরোধের কারণে ত্রাণ নেয়া সম্ভব না হলেও বর্তমানে অবরোধ শিথিল করা উক্ত অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছতে শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে সিরিয়া অঞ্চলের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে খুব শিগগিরই জানা যাবে। প্রকৃতপক্ষে সিরিয়ায় বছরের পর বছর গৃহযুদ্ধের কারণে দেশটি এমনিতেই খুব খারাপ অবস্থায় আছে তার মধ্যে এই বিধ্বংসী ভূমিকম্প অনেক মানুষকেই উদ্বাস্তু রূপান্তর করবে, ফলে বিশ্বে অভিবাসীদের সংখ্যা বাড়বে। প্রকৃতপক্ষে ভূমিকম্প হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এমন দুর্যোগ সময়ে সময়ে পৃথিবীর অঞ্চলে ঘটে তবে এটা যখন অতিমাত্রায় আঘাত হানে তখন প্রাণহানির সংখ্যা বাড়ে এবং স্বজন হারানোর আহাজারিও বাড়ে। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস আবিষ্কৃত না হওয়ায় যুগ যুগ ধরে মানুষ এর ধ্বংসযজ্ঞ দেখে আসছে। ইদানীং ভূমিকম্পের পশুপাখির আচরণ দেখে বিশেষজ্ঞরা ভূমিকম্প হওয়ার বিষয়ে কিছুটা আঁচ করতে পারলেও তা যথাযথ বৈজ্ঞানিক যুক্তির অভাবে মানুষকে সতর্ক করা সম্ভব হয় না। অনেকেই আবার এমন পূর্বাভাসকে তেমন পাত্তাও দেয় না, ফলে প্রাণহানি বাড়ে। তুরস্কের ওই অঞ্চলটিতে অতীতে আরো কয়েকবার এমন ভূমিকম্পে ব্যাপক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন তুরস্কের উক্ত অঞ্চলে পাকা দালান বানানোর সময় বিল্ডিং কোড মানা হয় না ফলে বিল্ডিংগুলো ভূমিকম্প সহনীয় না হওয়ায় এগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে, ফলে প্রাণহানি ব্যাপক হারে বেড়েছে। বর্তমানে তুরস্ক এবং সিরিয়ার ভূমিকম্প উপদ্রুত এলাকায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪ হাজারেরও বেশি। এখনো ধসেপড়া দালানগুলোর নিচে লাশ পাওয়ার আশঙ্কা করছে বিভিন্ন দেশের উদ্ধারকারী দল। এত ব্যাপক মৃত্যু যদি শুধু বিল্ডিং কোড না মানার কারণে হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তুরস্ক সরকারকে এ বিষয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রধান বিচারপতির দিকে 'জুতো' ছুড়ে মারার চেষ্টা করা আইনজীবী আরও বিপাকে, রুজু এফআইআর

নয়াদিল্লি ঃ ঘটনার দিন প্রায় তিন ঘণ্টা জেরা করার পরে ওই আইনজীবীকে ছেড়ে দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। এ বার তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু হল বেঙ্গালুরুতে। দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গবইয়ের দিকে 'জুতো' ছুড়ে মারার চেষ্টা করা সেই আইনজীবীর বিরুদ্ধে এ বার পদক্ষেপ করল বেঙ্গালুরু পুলিশ। অভিযুক্ত রাকেশ কিশোরের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু হয়েছে। ঘটনার দিনই ওই আইনজীবীর ওকালতির লাইসেন্স নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করে দেয় বার কাউন্সিল। এ বার এফআইআর রুজু হওয়ায় আরও বিপাকে পড়লেন তিনি।

গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুনানি চলাকালীন ঘটনাটি ঘটেছিল। ওই সময়ে সুপ্রিম কোর্টের নিরাপত্তাকর্মীরা ওই ব্যক্তিকে ধরে দিল্লি পুলিশের হাতে তুলে দেন। সেই দিন প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে জেরা করার পরে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ। দিল্লি পুলিশ ওই সময় জানায়, সুপ্রিম কোর্ট থেকে কোনও রকম অভিযোগ না পাওয়ার কারণেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মুক্তি পাওয়ার পরে সংবাদমাধ্যমে এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্যও করেন ওই ব্যক্তি।

দিল্লি পুলিশ ওই দিন ছেড়ে দিলেও এ বার আইনজীবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে বেঙ্গালুরুর বিধান সৌধ থানায়। অভিযোগকারীও এক আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, বিচার ব্যবস্থার মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি এই অভিযোগ জানিয়েছেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে রাকেশের বিরুদ্ধে 'জিরো এফআইআর' (অন্য থানায় স্থানান্তরযোগ্য এফআইআর) রুজু করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩২ ধারা (বিচারপতির কাজে বাধা) এবং ১৩৩ ধারা (কাউকে অপমান করার উদ্দেশে অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ)-য় এফআইআর রুজু হয়েছে।

গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুনানি চলাকালীন আচমকাই সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর দিকে একটি বস্তু ছোড়ার চেষ্টা করেন রাকেশ। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'লাইভ ল' অনুসারে, প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই বলছেন, প্রধান বিচারপতির দিকে জুতো ছুড়ে মারার চেষ্টা করেছিলেন ওই ব্যক্তি। আবার কারও বক্তব্য, একটি কাগজের বান্ডিল ছুড়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল।

নিরাপত্তাকর্মীরা ওই ব্যক্তিকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরে অন্য আইনজীবীদের নিজেদের সওয়াল চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন প্রধান বিচারপতি। এজলাসে উপস্থিত আইনজীবীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "এই সব দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। আমরা বিভ্রান্ত নই। এ সব ঘটনা আমার উপর প্রভাব ফেলতে পারে না।" আইনজীবীর এমন কাণ্ডের জেরে কিছুক্ষণের জন্য বিঘ্নিত হয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসের কাজকর্ম।

প্রধান বিচারপতির উপর এমন আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, "আমাদের সমাজে এই ধরনের নিন্দনীয় কাজের কোনও জায়গা নেই।" একই সঙ্গে ঘটনার সময় দেশের প্রধান বিচারপতির ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। তিনি আরও জানান, "সুপ্রিম কোর্টের প্রাঙ্গণে তাঁর উপর হামলায় প্রত্যেক ভারতীয় ক্ষুব্ধ। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয়।" প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি এমন ঘটনার নিন্দা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "এটি অত্যন্ত জঘন্য কাজ। কার্যত ভারতের সংবিধানের উপর হামলা।" মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় একই সুরে এই ঘটনার নিন্দা করেছেন, কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধীও। তাঁর কথায়, "প্রধান বিচারপতির উপর আক্রমণের নিন্দা করার কোনও শব্দ নেই। এটি কেবল তাঁর উপরই নয়, আমাদের সংবিধানের উপরও আক্রমণ।" লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও ঘটনার নিন্দা করেন।

'ডিজিটাল গ্রেফতার'-এর তদন্তে দেশের ৪০ জায়গায় হানা দিল সিবিআই, অভিযান পশ্চিমবঙ্গেও

নয়াদিল্লি ঃ প্রায় ১৫ হাজার আইপি অ্যাড্রেস বিশ্লেষণ করে সিবিআই। তাতে দেখা যায়, কম্বোডিয়া থেকে এই প্রতারণাচক্রটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রতারণাচক্রের মাথারা কম্বোডিয়া থেকে এ দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতেন।

'ডিজিটাল গ্রেফতার' করে প্রতারণার মামলার তদন্তে রাজধানী দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে হানা দিল সিবিআই। অভিযান চলেছে হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাত এবং কেরলেও। বুধবার দেশের মোট ৪০টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালান তদন্তকারী আধিকারিকেরা। তল্লাশি অভিযানে বেশ কিছু ডিজিটাল যন্ত্র (মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি), কেওয়াইসি নথি, সিম কার্ড এবং হোয়াটঅ্যাপ মারফত কিছু পুরনো কথোপকথনের তথ্য সংগ্রহ করছে সিবিআই।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত পোর্টাল 'ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার' (আই৪সি)-এ সম্প্রতি ৯টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। আন্তর্জাতিক প্রতারণাচক্র 'ডিজিটাল গ্রেফতার' করে তাঁদের থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ। ওই অভিযোগগুলির প্রেক্ষিতে এফআইআর রুজু করে তদন্তে নামে সিবিআই। তদন্তে বেশ কিছু 'মিউল অ্যাকাউন্ট' (অন্যের নামে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, যেগুলি সাধারণত সাইবার প্রতারকেরা ব্যবহার করে)-এর সন্ধান পান আধিকারিকেরা। সেই সূত্র ধরে ৪০ জনকে শনাক্ত করা হয়। তদন্তকারীদের সন্দেহ, তাঁরা প্রত্যেকেই 'ডিজিটাল গ্রেফতার'-এর সংগঠিত সাইবার অপরাধচক্রের সঙ্গে জড়িত।

তদন্তকারীরা আরও জানতে পারেন, অন্যের নামে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির পাশাপাশি হাওয়ালার মাধ্যমেও নিজেদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন চালাতেন এই চক্রের সদস্যেরা। প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া টাকার কিছু অংশ দেশের বিভিন্ন এটিএম থেকে তোলা হয়েছে। বাকি টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হত। এ ছাড়া প্রায় ১৫ হাজার আইপি অ্যাড্রেসও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। তাতে দেখা যায়, কম্বোডিয়া থেকে এই প্রতারণাচক্রটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রতারণাচক্রের মাথারা কম্বোডিয়া থেকে এ দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতেন। তদন্তে উঠে আসা এই সব তথ্যের ভিত্তিতেই বুধবার দেশের ৪০টি জায়গায় হানা দেন সিবিআই আধিকারিকেরা।

সাম্প্রতিক কালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'ডিজিটাল গ্রেফতার'-এর ফাঁদে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। জালিয়াতদের খপ্পরে পড়ে লাখ লাখ টাকা খুইয়েছেন অনেকে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ আইফোরসি-ও একটি অ্যাডভাইজরি প্রকাশ করেছিল। সেখানেও বলা হয়েছিল এই ধরনের 'ডিজিটাল গ্রেফতারি' এক ধরনের দুর্নীতি। সাধারণ মানুষকে সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়ে ওই অ্যাডভাইজরিতে বলা হয়েছিল, সিবিআই, পুলিশ, কাস্টমস, ইডি কিংবা বিচারক কেউই ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেন না। প্রতারণার এই চক্রের বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

ভারতের কথায় অসন্তুষ্ট বাংলাদেশ!

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য একেবারে অযৌক্তিক', বলল ইউনূস সরকার

নয়াদিল্লি ঃ গত সোমবার বাংলাদেশ থেকে আসা সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধিদল দিল্লিতে সাক্ষাৎ করে ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রীর সঙ্গে। ওই আলাপচারিতার সময়েই উঠে আসে বাংলাদেশের নির্বাচনের প্রসঙ্গ।

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। তা নিয়ে ভারতের সাম্প্রতিক মন্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের দাবি, 'অযৌক্তিক' মন্তব্য করেছে ভারত। :০০

বাংলাদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা 'বাসস' অনুসারে, বুধবার তৌহিদ বলেন, "আমি ওই বক্তব্যকে তাদের বিষয় বলে মনে করি না। এটি বাংলাদেশের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়, আর এ ধরনের মন্তব্য একেবারেই অযৌক্তিক।" বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই ঢাকা এবং দিল্লির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের এক টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টার মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুসারে,। ওই আলাপচারিতার সময়েই তিনি জানান, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে নয়াদিল্লি। সেই নির্বাচনে যাতে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সে কথাও বলেন তিনি। মিশ্রী জানান, ভারত চায় যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশে এই নির্বাচন আয়োজন করা হোক। তিনি বলেন, "বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ (অন্তর্বর্তী সরকার) যে নিজে থেকেই এই নির্বাচনের একটি সময়সীমার কথা বলেছেন, তা আমাদের ভাল লেগেছে। এই নির্বাচন আয়োজিত হওয়ার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব।" মিশ্রী আরও জানান, সাধারণ মানুষের দ্বারা নির্বাচিত বাংলাদেশের যে কোনও সরকারের সঙ্গেই কাজ করার জন্য ভারত প্রস্তুত।

প্রতিবেশী দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময়েই এই মন্তব্যগুলি করেছিলেন তিনি। বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে মিশ্রীর ওই মন্তব্য প্রসঙ্গে বুধবার ঢাকায় প্রশ্ন করা হয় ইউনূস সরকারের বিদেশ উপদেষ্টাকে। ওই প্রশ্নের জবাবে তৌহিদের দাবি, এ ধরনের মন্তব্য 'সম্পূর্ণ অযৌক্তিক'।

বস্তুত, গত সোমবার বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মিশ্রীর আলোচনায় হাসিনার প্রসঙ্গও উঠে এসেছিল। হাসিনার প্রত্যর্পণের অনুরোধ প্রসঙ্গে ভারত এবং বাংলাদেশের সরকারের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন মিশ্রী। এটির সঙ্গে যে বিচার বিভাগীয় এবং আইনি প্রক্রিয়া জড়িত রয়েছে, তা-ও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। গত সোমবারের ওই আলোচনায় বিদেশসচিব এ-ও জানান, গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি এবং তিস্তা চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য প্রস্তুত ভারত।

আল আকসা মসজিদে ঢুকে গাজা জয়ের ঘোষণা ইজরায়েলি মন্ত্রীর! নিন্দায় সরব হল আরব দুনিয়া

নয়াদিল্লি ঃ প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ড ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের অংশ পূর্ব জেরুসালেম আদতে ইজরায়েল অধিকৃত অঞ্চল। সেখানেই রয়েছে সারা বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের এই পবিত্র আল আকসা মসজিদ।

পূর্ব জেরুসালেমের আল-আকসা মসজিদ চত্বরে ঢুকে বুধবার ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে ইজরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী বেন গাভির প্রার্থনা সভা করলেন। দাবি করলেন যুদ্ধ জয়ের। আর সেই ঘটনা ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম এশিয়ায়! সৌদি আরব, জর্ডন-সহ একাধিক দেশ গাভিরের এই পদক্ষেপের কড়া নিন্দা করেছে।

প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ড ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের অংশ পূর্ব জেরুসালেম আদতে ইজরায়েল অধিকৃত অঞ্চল। সেখানেই রয়েছে সারা বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের এই পবিত্র আল আকসা মসজিদ। আবার সেই চত্বরেই রয়েছে ইহুদিদের ধর্মস্থান টেম্পল মাউন্ট। 'স্পর্শকাতর' এই এলাকা ঘিরে অতীতেও একাধিক বার সংঘাতে জড়িয়েছে ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইন। ২০২০ সালে মসজিদের দখল ঘিরে সশস্ত্র প্যালেস্টাইনিদের লড়াই হয়েছিল ইজরায়েল সেনার। সে সময়ও হামাসের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে বুধবার ইজরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী আল আকসা চত্বরে দাঁড়িয়ে গাজায় চূড়ান্ত বিজয়ের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলার দু'বছর পার হওয়ার পর ইহুদিদের কাছে টেম্পল মাউন্ট এবং মুসলিমদের কাছে হারাম আল-শরিফ হিসেবে পরিচিত এই প্রাঙ্গণে ইজরায়েল জয়লাভ করছে।" তাঁর এই বিবৃতিতে 'আরব ভাবাবেগ' আহত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সৌদি। রিয়াধের দাবি, মুসলিমদের তৃতীয় পবিত্রতম ধর্মস্থান অবৈধ ভাবে দখল করতে চাইছে ইজরায়েল। এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে আল আকসা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন গাভির। সে সময় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক স্বশাসিত কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট চাই, ইউনূসের উপর জামায়াতের চাপ

নয়াদিল্লি ঃ বুধবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠকের পরে জুলাই সনদ নিয়ে জামায়াতের দাবি ইউনূস সরকারের উপর চাপ বাড়াল বলেই মনে করা হচ্ছে।

জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগে গণভোটের আয়োজন করতে হবে বাংলাদেশে! বুধবার এই দাবি তুললেন 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি' ('জামাত' নামেই যা পরিচিত)-র নেতারা। রাজধানী ঢাকায় সাংবাদিক বৈঠকে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লা মহম্মদ তাহের বলেন, "আমাদের দাবি, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচনের আগে অর্থাৎ নভেম্বরের মধ্যে গণভোট করাতে হবে।"

২০২৪ সালের ৫ অগস্ট জনবিক্ষোভের জেরে ক্ষমতা হারানোর দিন কয়েক আগে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেছিলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলের পর 'মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী' এই রাজনৈতিক দলটির দাপট ক্রমশই বাড়ছে বাংলাদেশে। বস্তুত, তারা এখন মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের 'অন্যতম চালিকাশক্তি' হিসাবে পরিচিত। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থীরা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠকের পরে জুলাই সনদ নিয়ে জামায়াতের দাবি ইউনূস সরকারের উপর চাপ বাড়াল বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ৫ অগস্ট ক্ষমতার পালাবদলের বর্ষপূর্তিতে '৩৬ জুলাই উদ্যাপন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। ২৮ দফার ওই ঘোষণাপত্র হল ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের একটি দলিল, যার মাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মুজিবুর রহমান এবং হাসিনার আমলে 'আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারের' পাশাপাশি সমালোচনা করা হয়েছে দুই সেনাশাসক, জিয়াউর রহমান (বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা) এবং হুসেন মহম্মদ এরশাদের (জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা) জমানারও। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের 'জাতীয় বীর' হিসেবে ঘোষণার কথাও বলা হয়েছে ওই সনদে। যদিও তার রূপায়ণের পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এখনও মতবিরোধ রয়েছে।

বাড়িতে কেউ নেই, মাঝরাতে এসো' প্রেমিককে ডেকে ছুরি দিয়ে যৌনাঙ্গ কেটে ফেললেন বধূ!

নয়াদিল্লি ঃ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার জৌনপুরের সরপতা থানা এলাকার দাখা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্ত তরুণীর স্বামী কর্মসূত্রে গুজরাতে থাকতেন। দুই সন্তান নিয়ে গ্রামের বাড়িতে থাকতেন তরুণী।

স্বামী দূরে থাকায় একাকিত্ব ঘোচাতে গ্রামেরই এক তরুণের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। এ বার সেই প্রেমিককেই বাড়িতে ডেকে ছুরি দিয়ে তাঁর যৌনাঙ্গ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক বধূর বিরুদ্ধে। প্রেমের ভয়ঙ্কর উপ্যাখ্যানের সেই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জেলায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জৌনপুর তথা গোটা উত্তরপ্রদেশ জুড়ে হইচই পড়েছে। শুরু হয়েছে তদন্তও।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার জৌনপুরের সরপতা থানা এলাকার দাখা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্ত তরুণীর স্বামী কর্মসূত্রে গুজরাতে থাকতেন। দুই সন্তান নিয়ে গ্রামের বাড়িতে থাকতেন তরুণী। স্থানীয় সূত্রে খবর, স্বামীর অনুপস্থিতিতে ২২ বছর বয়সি এক তরুণ প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন ওই বধূ। মেলামেশাও করতেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রেমিককে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তরুণী। কিন্তু প্রেমিক দেখা করতে যাওয়ার পরে কোনও কারণে তাঁদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হয়। তখনই রেগে গিয়ে ওই বধূ তাঁর প্রেমিকের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলেন বলে অভিযোগ। প্রেমিকার অপ্রত্যাশিত আক্রমণের পর তরুণ চিৎকার করতে শুরু করলে ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসেন স্থানীয় মানুষজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়েকাতরাচ্ছিলেন তরুণ। ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। সেই দৃশ্য দেখে পুলিশকে খবর দেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ আসার পর তড়িঘড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তরুণকে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে বারাণসীতে স্থানান্তরিত করা হয়। তরুণের অবস্থা বর্তমানে সঙ্কটজনক। অভিযুক্ত বধূকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তও শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্তের দায়িত্বে থাকা শাহগঞ্জ পুলিশ সার্কল অফিসার অজিত সিংহ চৌহান জানিয়েছেন, আহত তরুণ বারাণসীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত মহিলার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি পুরো এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

ট্রাম্পের শান্তিপ্রস্তাবের প্রাথমিক শর্তে রাজি ইজরায়েল, হামাস! 'দারুণ দিন', বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, আর কী জানালেন

নয়াদিল্লি ঃ বুধবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে শান্তিপ্রস্তাবের প্রথম পর্বে হামাস এবং ইজরায়েলের সম্মত হওয়ার খবর জানান ট্রাম্প। লেখেন, "আজ আমেরিকা, আরব দুনিয়া, ইজরায়েল এবং আশপাশের দেশগুলির জন্য দারুণ দিন।"

গাজায় শান্তি ফেরাতে ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের সেই শান্তিপ্রস্তাবের প্রথম দফার শর্তগুলি মানার বিষয়ে সম্মত হল ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস। বুধবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে এই খবর জানান ট্রাম্প। লেখেন, "আজ আমেরিকা, আরব দুনিয়া, ইজরায়েল এবং আশপাশের দেশগুলির জন্য দারুণ দিন।" যুযুধান দু'পক্ষ কী কী শর্ত মানার বিষয়ে সম্মত হয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি লেখেন, "খুব তাড়াতাড়ি সব বন্দি মুক্তি পাবেন। ইজরায়েল (গাজা থেকে) পূর্বনির্ধারিত সীমা পর্যন্ত বাহিনী সরিয়ে নেবে।" গাজায় শক্তিশালী এবং চিরস্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ বলে জানান ট্রাম্প। শর্তগুলি পালনের বিষয়ে দু'পক্ষকে রাজি করানোর জন্য ট্রাম্প ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিন মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার, মিশর এবং তুরস্ককে।"

অন্য দিকে, আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যমকে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ইজরায়েলে যেতে পারেন। ইজরায়েলের আইনসভা নেসেট-এ বক্তৃতাও করতে পারেন তিনি। ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেট-এর প্রতিবেদন অনুসারে, রবিবারই ইজরায়েলে যেতে পারেন ট্রাম্প।

গাজায় শান্তি ফেরানোর জন্য ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন ট্রাম্প। 'বন্ধু' ইজরায়েল তাতে প্রাথমিক ভাবে রাজি হয়েছে। তার পর হামাসকে ওই প্রস্তাব নিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য রবিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলেন ট্রাম্প। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, প্রস্তাবে রাজি না-হলে 'নরক যন্ত্রণা' ভোগ করতে হবে। সময়সীমা শেষের আগেই অবশ্য হামাস বিবৃতি দেয়। প্রাথমিক ভাবে ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত দিলেও বেশ কিছু বিষয়ে ধোঁয়াশা থেকে গিয়েছিল। এর মধ্যে শনিবার ফের গাজায় বোমাবর্ষণ করে ইজরায়েল। তাতে অনেকে প্রাণ হারান। জটিলতা যখন বাড়ছে, তখনই ট্রাম্প আবার দাবি করেন, হামাসের সম্মতির জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। তবেই যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করা যাবে। অবশেষে ট্রাম্প-প্রস্তাবের প্রাথমিক শর্তে রাজি হল দু'পক্ষই।

সিযেআই কে জুতো ছুড়ে মারায় অভিযুক্ত আইনজীবীর প্রশংসায় বিজেপি নেতা

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কে জুতো ছুড়ে মারায় অভিযুক্ত আইনজীবী কে কুর্নিশ জানালো বিজেপির এক নেতা। কর্ণাটকের ঐ নেতার এই আচরণে তীব্র নিন্দার ঝড়। প্রধানমন্ত্রী যেখানে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সেখানে তার দলেরই আরেক নেতা এই ঘটনাকে সমর্থন করে। বিজেপি দলের অন্দর মহলেই যে মতবিভেদ আছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই ঘটনা। প্রসঙ্গত , একটি জনস্বার্থ মামলা কে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গাভাই সম্প্রতি মামলা চলাকালীন একটি টিপ্পনী করেছিলেন। যা নিয়ে এক প্রকার ক্ষোভ উজাড় করতে গিয়ে বিচার পতির দিকে নিজের পায়ের শু ছুড়ে মারেন রাকেশ কিশোর নামের ঐ আইনজীবী। উনি একজন এমএসসি , পিএইচডি করা শিক্ষিত আইনজীবী বটে। কিন্তু তার এই আচরণ কোনোভাবেই যে তার শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ বহন করছেন না সেই নিয়ে তুমুল সমালোচনার ঝড় উঠেছে। একজন সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি কে জুতো ছুড়ে মারার সাহস উনি পেলেন কোত্থেকে, এই নিয়ে যখন সমালোচনার ঝড় তখন কর্ণাটকের বিজেপি দলীয় এক নেতা উনার এই কর্ম কাণ্ড কে নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে যেখানে এই ঘটনার চূড়ান্ত নিন্দা জানিয়েছেন সেখানে উনার দলেরই এক নেতা এই ঘটনার জন্যে রাকেশ কিশোর কে কুর্নিশ জানাচ্ছে, তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কতটা নিম্ন মানসিকতার পরিচয় দিলেন ঐ গুণধর বিজেপি নেতা, সেটা ভেবেই অবাক হতে হয়। এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্তের প্রশংসা করে বিতর্কে জড়িয়ে পরা কর্ণাটকের সেই বিজেপি নেতার নাম ভাস্কর রাও। উনি আবার বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাকেশ কিশোরের উদ্দেশ্যে উনি বলেন, "আপনার সাহসের জবাব নেই।" একজন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কে জুতো ছুড়ে মারতে গেলে যে সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয় তাই দিয়েছেন রাকেশ কিশোর , এমনটাই বুঝিয়েছেন ভাস্কর রাও। আর এই সব কিছুর নেপথ্যে একটাই প্রসঙ্গ, সনাতন ধর্মের অপমান। আবারো ধর্মের নামে রাজনীতির পন্থা কে প্রথম শাড়ী তে তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছেন বিজেপির এই গুণধর নেতা। খাজুরাহুর বিষ্ণু মূর্তি সংস্কার কে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলার জেরে সিযেআই বিআর গাভাই মামলাটি খারিজ করে দিয়ে উক্তি করেছিলেন যে, " আপনার ভগবান কেই বলুন নিজের জন্যে কিছু করতে "। এই উক্তি কে ঘিরেই শুরু হয় বিবাদ। রাকেশ কিশোর এর মন্তব্য উনি নাকি কট্টর হিন্দুত্ববাদি। সনাতন ধর্মের অপমান নাকি সহ্য করবেন না। যদিও সিযেআই জানিয়েছেন, উনার উক্তির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে বুদ্ধিমত্তার সাথে উনি পরিস্থিতি সামলে ও নিয়েছেন। ওদিকে অভিযুক্ত আইনজীবীর লাইসেন্স বাতিল করেছে বার কাউন্সিল। মামলা না হবার ফলে তার বিরুদ্ধে আইনত কোনো পদক্ষেপ যদিও গৃহীত হয়নি। কিন্তু তার পক্ষ পাতিত্বে বিজেপির কতিপয় নেতা বর্গ যেভাবে শায় দিচ্ছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির প্রতি এমন অশালীন আচরণ কে প্রশ্রয় দেওয়া প্রত্যক্ষ ভাবে ধর্মের নামে বিভেদ ছড়ানোর স্পষ্ট প্রয়াস , এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

অসুস্থ লিমার খোঁজে আবারও জিবি হাসপাতালে বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। সারুম মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রাম কৃষ্ণনগরের ছোট্ট মেয়ে লিমা দেবনাথ মাত্র সাত বছর বয়সে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত। গত কয়েক মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে এই শিশুটি। মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী। দীর্ঘদিন ধরে লিমা ব্রেন টিউমারে ভুগছিল। স্থানীয়দের সহযোগিতা, স্কুল শিক্ষকদের প্রচেষ্টা এবং সংবাদ মাধ্যমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত আগস্ট মাসে তাকে ভর্তি করা হয় আগরতলার জিবি হাসপাতালে। ভর্তি হওয়ার আগেই খবর পেয়ে শিশুটির বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী। কথা বলেন লিমার মা-বাবা এবং আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে। এরপর চিকিৎসা চলাকালীন একাধিকবার হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেন তিনি। ডিউটি থাকা নিউরো সার্জেন্ট ডক্টর রেড্ডির সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। গতকাল প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয় লিমার। সেই খবর পেয়ে আজ আবারও জিবি হাসপাতালে ছুটে যান বিরোধী দলনেতা। লিমার শারীরিক অবস্থার আপডেট নেন চিকিৎসকের কাছ থেকে। জানা যায়, অস্ত্রোপচারের পর আপাতত স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে লিমা। এদিকে, বহু মানুষ এগিয়ে এসেছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। তবে অনেকেই এই অসুস্থ শিশুটিকে ব্যবহার করেছে প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে এমন অভিযোগও উঠেছে। আবার কেউবা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ফলাউ করে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়ার গল্প ছাপিয়ে ছেন। কিন্তু লিমার প্রতি বিরোধী দলনেতার মানবিকতা এবং দায়িত্ববোধ আজ রাজ্যবাসীর কাছে প্রশংসার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।মানবিকতার এই নজির যেন সমাজকে নতুন করে ভাবতে শেখায় রাজনীতি নয়, প্রয়োজন মানুষের পাশে দাঁড়ানো। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক লিমা, আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসুক পরিবার-প্রতিবেশী এবং স্কুলের সহপাঠীদের কাছে।

চার চোর সহ আটক প্রচুর চুরি যাওয়া সামগ্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। *স্মার্ট সিটিতে বাড়ছে চুরির ঘটনা। অসহায় মানুষ দারস্থ হচ্ছে খানা শুলিতে। গত এক মাসে একাধিক চুরির মামলা হয় পশ্চিম আগরতলা থানায়। তারপর তদন্তে নেমে ১১ টি মোবাইল, নগদ অর্থ ও চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ চারজন চোরকে আটক করণ পশ্চিম আগরতলা খানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার পশ্চিম আগরতলা থানায় সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান ২৭ সেপ্টেম্বর বাদল চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি পশ্চিম আসরতলা থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করেন দিনের বেলায় চোরেরা ওনার ঘর থেকে মোবাইল ও নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে গেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পশ্চিম আগরতলা খানার পুলিশ বুধবার চার জনকে মেস্তার করে। তাদের কাছ থেকে ১১ টি মোবাইল, একটি স্কুটার ও নগদ ৫ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আনা গেছে স্কুটারটি ব্যবহার করে তারা আগরতলা শহরে মোবাইল দ্বিতাই ও চুরির ঘটনা সংগঠিত করতো। ধৃতরা হল শাহিদ দিয়া, অমৃত রায়, দেবাশিষ সরকার ও রাকেশ দাস। পুলিশের ধারণা ভাদের সাথে আরও অনেকে জড়িত আছে।*

হত্যাকান্ডের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ এলাকাবাসী

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। *সোনামুড়ায় সুলেমান হোসেন হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত বাকি অভিযুক্তদের মেস্তারেরনিক্ট মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান। এলাকায় লোকজন এইদিন মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে।অবৈধস্বর্ণপাচারকেন্দ্র করে ১০ সেপ্টেম্বর খুন হতে হয় সোনামুড়া খানার এলাকার সুলেমান হোসেনকে। ঘটনারপরমুক্ত সুলেমান হোসেনের পরিবারের পক্ষ থেকে ৭ জনের নামে সোনামুড়া ধানায়লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে রুকসানা বেগম নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু বাকি অভিযুক্তরা এখনো পলাতক। এই নিয়ে এলাকাবাসিরা ইতিপূর্বে সোনামুড়া খানায় ডেপুটেশন প্রদান করে।*

জলাশয়ে রূপ নিয়েছে নতুন বাজার বাইপাস, অভিযোগ বড়সড় দুর্নীতি

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। বিকাশ ত্রিপুরায় জলাশয়ে রূপ নিয়েছে নতুন বাজার বাইপাস। রাস্তার উপর সৃষ্টি হওয়া গভীর খাদে পড়ে আটকে যাচ্ছে যানবাহন। প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বিভিন্ন পন্যবাহী গাড়ি চালক সহ ছোট-বড় যান চালকদের। জাতীয় সড়ক নির্মাণের নামে রাস্তাটি পূর্ত দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের এন. এইচ. আই.ডি.সি.এল-এর হাতে চলে যাওয়ার পর থেকে মানুষের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল থেকে বরাত পাওয়া রানী কন্সট্রাকশন রাস্তাটির মেরামত করার দায়িত্বে থাকলেও ওই ঠিকেদারি সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এলাকার মানুষ। অভিযোগ ঠিকাদারি সংস্থাটি অমরপুর ব্লকের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও শাসকদলের নেতাদের মোটার দাগের উৎকোচ দিয়ে সবকিছু ম্যানেজ করে রেখেছেন। যে কারণে রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কিংবা শাসকদলের নেতৃত্বরা একবারের জন্যও ওই ঠিকাদারী মংপ্তার বিরুদ্ধে কোন টু শব্দ করছে না। রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য নতুন বাজার যতনবাড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বলে ব্যবসাবীদের অভিমত। শাসকদলের রক্ত চক্ষুর সকলের মধ্যেই স্কোন্ডের এর আগুন ধুমায়িত হচ্ছে বলে খবর। আর কিছুদিন বাদেই আলোর উৎসব দীপাবলি। প্রতিবছর নতুনবাজার ও যতনবাড়িতে বেশ জাকজমকপূর্ণ দীপাবলি উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে রাস্তার অবস্থা যদি এমন বেহাল থাকে তাহলে দীপাবলি উৎসবের দিনগুলিতে অত্র এলাকায় লোক সমাগমে যে অনেকটা কাটা পড়বে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সকল অংশের মানুষের থেকে দাবি উঠছে দীপাবলি উৎসবের প্রাক মুহূর্তে যাতে নতুন বাআর যতনবাড়ীর সাথে সংযোগ রক্ষাকারী সমস্ত রায়া গুণির মেরামত করা হয়।

স্বর্ণ পাচার কে ঘিরে সুলেমান হত্যা কাণ্ডে জড়িত অপরাধীরা আজো অধরা

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। স্বর্ণ পাচারকে কেন্দ্র করে সুলেমান হোসেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রায় মাস খানেক পেরুতে চললেও দোষীরা এখনো অধরা। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে বৃহস্পতিবার সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (ছদ্মঞ্জঞ্জ) শশীমোহন দেববর্মার সাথে দেখা করেন এন.সি. নগর এলাকার একদল ক্ষুব্ধ জনগণ। উল্লেখ্য, প্রায় এক মাস আগে স্বর্ণ পাচারকে কেন্দ্র করে ২২ বছর বয়সী যুবক সুলেমান হোসেন খুন হন। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রুকসানা বেগমকে ঘটনার পরপরই পুলিশ গ্রেফতার করেছে বটে। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করা যায়নি বলে দাবী পুলিশের। এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা আজ পুলিশ প্রশাসনের সাথে দেখা করেন এবং তীব্র প্রতিবাদ জানান। এলাকাবাসীরা সতর্ক করে দেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। এদিকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশীমোহন দেববর্মা এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করেন যে, তদন্ত দ্রুত এগিয়ে চলছে এবং খুব শীঘ্রই বাকি আসামিদেরও গ্রেফতার করা হবে। এ বিষয়ে এন.সি. নগর পঞ্চায়েত সদস্য আক্তার হোসেন জানান, প্রশাসনের আশ্বাসে আপাতত এলাকাবাসীরা শান্ত থাকলেও, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে পরবর্তী বৃহত্তর আন্দোলনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ থেকে সোনা পাচার করা এক চক্রের সাথে জড়িত ছিল রুকসানা বেগম সহ মৃত সুলেমান। সেদিন ওপার থেকে সোনার বিস্কিট এপারে ঢিল ছুড়ে মারে পাচারকারীরা। সেই সোনা এপারে সীমান্ত থেকে সংগ্রহ করার দায়িত্ব ছিল সুলেমান এর। কিন্তু রুকসানা বেগম সেই জায়গায় নয়া খেল রচনা করে। সেই সোনার বিস্কিট নিয়ে যায় রুকসানা। স্বাভাবিক ভাবেই সুলেমান খুঁজে পায়নি বিস্কিট গুলো। আর সেই থেকেই তার বিরুদ্ধে বাকি পাচার কারী চক্রের সন্দেহ জাগে। যার ফলে ভুল বোঝা বুঝির ফলে সুলেমান কে প্রাণ খোয়াতে হয়। ঘটনায় রুকসানার সাথে আরও ৭ জন ছিল বটে, কিন্তু তাদের কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ। যদিও পুলিশ বাবুরা আদৌ নিরপেক্ষা ও স্বচ্ছ তদন্ত চালাচ্ছে কিনা সেই নিয়ে সন্দেহ থাকছে। তবু এলাকাবাসী এখনো ভরসা টিকিয়ে আছেন যে সুলেমান এর দোষীরা গ্রেফতার হবেন।

প্রধানমন্ত্রী ১১ অক্টোবর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি প্রকল্প উদ্বোধন করবেন: রতন লাল নাথ

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১১ অক্টোবর তিনটি নতুন কৃষি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এই প্রেক্ষিতে আজ ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে এক বৈঠকে অংশ নেন।

সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে মূলত তিনটি জাতীয় কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয় 'প্রধানমন্ত্রী ধন ধান্য কিষান যোজনা', 'মিশন ফর আত্মনির্ভরতা ইন পালসেস', এবং 'ন্যাশনাল মিশন অন ন্যাচারাল ফার্মিং'। রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, এই তিনটি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ অক্টোবর।

মন্ত্রী জানান, এই দিন সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের উপস্থিতিতে জাতীয় স্তরে এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন হবে। ত্রিপুরায় রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানটি এ.ডি. নগরের স্টেট অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশনে অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি, প্রতিটি জেলা সদর, মহকুমা ও ব্লক পর্যায়েও এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। রতন লাল নাথ আরও বলেন, রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহা উপস্থিত থাকবেন। তিনি জানান, কৃষিক্ষেত্রে যেসব অঞ্চলে উৎপাদন কম এবং কৃষিজীবীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, সেইসব এলাকাকে কৃষিতে স্বনির্ভর করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্যোগের আওতায় ত্রিপুরার উত্তর জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, এই প্রসঙ্গে আজ সমস্ত রাজ্যের কৃষি মন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা হয়। জৈব ও প্রাকৃতিক চাষ সম্পর্কেও বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও সাংসদ, বিধায়ক, কর্পোরেটর, সভাধিপতি ও সরকারি আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি, শ্রেষ্ঠ এফপিও ও এফপিসি প্রতিনিধি এবং প্রাকৃতিক কৃষিতে নিযুক্ত কৃষকরাও অংশগ্রহণ করবেন।

জল জীবন মিশন ফেইল হচ্ছে চেছুরিমাই গ্রাম পঞ্চায়েতে

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। *১২ দিন ধরে ওয়াটার সাপ্লাই মেশিন বিকল। পানীয় জল থেকে বঞ্চিত গ্রামবাসী। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেতরে রয়েছে পানীয় জলের মেশিন। বিগত প্রায় ১২ দিন ধরে জলের মেশিন নষ্ট। যার ফলে এলাকাবাসী পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাদের। কোন হেলদুল নেইগ্রামের প্রধান এবং ডি ডাব্লিউ এস দপ্তরের।গ্রামবাসীদের মধ্যে যাতে পানীয় জলের জন্য ক্ষোভ সৃষ্টি না হয় যার কারণে প্রতিদিন গাড়ি দিয়ে এক গাড়ি করে জল আনা হয় গ্রামবাসীদের জন্য। আর সেই জলের জন্য জমছে প্রচন্ড ভিড়। কিন্তু কেউ পানীয় জলের মেশিন সারাই করবার উদ্যোগ নিচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর জল জীবন মিশন ও ত্রিপুরায় ত্রিপল ইঞ্জিন পরিচালিত সরকার একটি জলের মেশিন এর ইঞ্জিন সাড়াই করতে পারছেন না, এটা ভেবেই যেন মাথায় হাত সচেতন নাগরিক এর।*

মহকুমা শাসকের অপমানে অসুস্থ বিএলও

খবরে প্রতিবাদ, ৯ অক্টোবর।। আমবানা মহকুমা শাসকের যন্ত্রণার অভিষ্ঠ কর্মচারী মহন। কিছুদিন পর পর কর্মচারীদের উপর মারমুখী হয়ে উঠেন তিনি। এবার এই মহকুমা শাসকের হুমকিতে হাসপাতালে যেতে হলো এক বি এল ও-রা গত কয়েকদিন ধরে বি এল হিসেবে কাজ করছিলেন শিক্ষক সুশেন বৈদ্য। উনাকে একের পরে এক কাজের অতিরিক্ত চাপ দিয়ে চলছিলেন মহকুমা শাদক। যার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে কিছুদিন শিবচরে ছিলেন। শিলচর থেকে বাড়ি আসার পর, মহকুমা শাসক উনাদের বি এল ও গ্রুপে শিক্ষক সুশেন বৈদকে অপমান করেন। অসুস্থ বি এল ও নাটক সঙ্গত্ব করছেন বলে অপমান করে এবং বৃহস্পতিবার বৈঠকে যোগ দেওযার জন্য বলেন। তার কিছুক্ষণ পর মহকুমা শাসক এই মেসেজ শুনি ডিলিট করে দেন এবং সুশেন বৈদ্যকে গ্রুপ থেকে বের করে দেন। মহকুমা শাসক তার নিজের মর্জিমাফিক কাজ করছে। আজ উনার স্ত্রীকে নিয়ে মহকুমা শানক অফিসে গেলে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে ধলাই (অবা হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিক্ষক সুশেন বৈদ্য।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751